Empowering For Resilience

39

1985-2023

GUK Award

GUK Award 2020, 2021, 2022

নন্দিতজন

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের প্রকাশনা

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র
Gana Unnayan Kendra

www.gukbd.net

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের প্রকাশনা

নন্দিত জন

কড়চা

প্রসঙ্গ কথা : GUK Award- ০২
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র : প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে পথচলা- ০৩
বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহাবুব এলাহী রঞ্জু বীরপ্রতীক- ০৪
শিক্ষানুরাগী মো. লুৎফর রহমান- ০৫
সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব প্রমতোষ সাহা- ০৬
নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী লাইলী বেগম- ০৭
সাংবাদিক মশিয়ার রহমান খান- ০৮
সাহিত্যিক গোলাম কিবরিয়া পিনু- ০৯
অদম্য মোংলা রাম রবিদাস (মঙ্গল দাস)- ১০
উদ্যোক্তা রেজবিন বেগম- ১১
সেবামূলক সংগঠন সন্ধানী ডোনার ক্লাব, গাইবান্ধা- ১২
শিল্পী তৈয়বা বেগম লিপি- ১৩
ক্রীড়াবিদ মাহমুদা শরিফা অদিতি- ১৪
অদম্য চন্দ্রশেখর চৌহান- ১৫
ছবিতে বিগত ৩ বছরের GUK Award প্রদান অনুষ্ঠান- ১৬

সম্পাদক
জহুরুল কাইয়ুম

সম্পাদনা সহযোগী
আফতাব হোসেন
জয়া প্রসাদ

ফটোগ্রাফি
কুদ্দুস আলম

বর্ণ বিন্যাস
বিপ্লব কুমার দাস অরু

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
কায়সার রহমান রোমেল

মুদ্রণ সহযোগী
কনসেপ্ট ইনোভেটিভ কম্যুনিকেশন, গাইবান্ধা

প্রকাশক
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK), গাইবান্ধা

প্রকাশকাল
১৭ পৌষ ১৪২৯ | ০১ জানুয়ারি ২০২৩

প্রসঙ্গ কথা

GUK Award

গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে গুণীজন ও সংগঠনকে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) ২০১৭ সাল থেকে GUK Award প্রদান করে আসছে। সমাজ ও মানুষের কল্যাণে নিবেদিত এবং সৃজনশীল কর্মে যুক্ত কৃতি মানুষ ও সংগঠনকে সম্মাননা জানানোর মাধ্যমে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, চিকিৎসা, সাংবাদিকতা, নারী উন্নয়ন, উদ্যোক্তা এবং অদম্য ক্যাটাগরির কমপক্ষে তিনটিতে প্রতিবছর GUK Award প্রদান করা হয়ে থাকে।

পাঁচ সদস্যের মনোনয়ন কমিটি প্রতিবছর GUK Award প্রদানের জন্য ব্যক্তি বা সংগঠন নির্বাচন করে থাকে। কেবল জীবিত গুণীজনদের এই সম্মাননা জানানো হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পদকপ্রাপ্ত গুণীজন ও সংগঠনকে এই Award প্রাপ্তির জন্য বিবেচনা করা হয় না। একই ব্যক্তি বা সংগঠনকে একবারের বেশী Award প্রদান করা হয় না। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার চেতনা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন এই Award প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে না।

আমরা বিশ্বাস করি, সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে অনেকেই নিজ নিজ অবস্থা থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। এজন্য আমাদের সংস্থা নিবেদিত গুণীজন ও সংগঠনকে অসামান্য অবদানের সামান্য স্বীকৃতি দিতে ২০১৭ সাল থেকে আমরা GUK Award প্রদান করে আসছি। প্রথম তিন বছরে নয় জন গুণীকে আমরা সম্মানিত করতে পেরেছি। কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০ ও ২০২১ Award প্রদান করা যায়নি। সেজন্য এবছর তিনবারের সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে ১১ গুণীজন ও একটি সংগঠনকে। সম্মাননাপ্রাপ্তদের উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত ও গৌরবান্বিত করেছে। তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আমরা প্রত্যাশা করি এই ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে গাইবান্ধা ছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার গুণীজন ও সংগঠনকে GUK Award প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবো।

আবু সায়েম মো. জান্নাতুন নূর রিশাত
পরিচালক
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK), গাইবান্ধা

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে পথচলা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নারী পুরুষের সমতায় দারিদ্রমুক্ত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি গাইবান্ধা জেলা সদরের নশরৎপুর গ্রামে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দীর্ঘ ৩৮ বছরে স্থানীয় জনগণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন, বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে এই সংস্থাটি পর্যায়ক্রমে রংপুর, রাজশাহী বিভাগসহ দেশের ১৭ জেলায় নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে।

বর্তমানে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র তিন হাজার নিবেদিতপ্রাণ নারী-পুরুষ কর্মীর মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়নে দেশি-বিদেশী দাতা সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৩৩টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার সাথে যুক্ত ১১ হাজার নারী এবং ২শ' পুরুষ সংগঠনের মাধ্যমে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার নারী-পুরুষ উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র্যতার বৃত্ত থেকে বের হয়ে দেশের উন্নয়নধারায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। দেশের যেকোন দুর্যোগে, বিশেষ করে বন্যা, নদীভাঙন, শৈত্যপ্রবাহ, সাইক্লোনসহ মানবিক বিপর্যয়ে অসহায় মানুষের পাশে থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকান্ডে সহযোগিতা করে আসছে এই সংস্থা। চরাঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে GUK ৭০টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, ৩ হাজার বসতভিটা উঁচুকরণ, ১২০টি ক্লাস্টার ভিলেজসহ অসংখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কার করেছে। এছাড়াও মায়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে GUK শুরু থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারের শতভাগ শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও শিক্ষার মান উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কারিগরি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে প্রায় ৩২ হাজার অতিদরিদ্র পরিবারের বিদ্যালয়বঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী শিশুকে শিক্ষার মূল স্রোতধারায় যুক্ত করা হয়েছে। এদিকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আমরা গাইবান্ধায় একটি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, স্বাস্থ্য সেবায় হাসপাতাল, কৃষি-মৎস্য-গবাদি পশু খামার, খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্রসহ ১২টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমানের উন্নয়নে বিশেষ অবদান হিসেবে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র ২০১৬ সালে দেশের শ্রেষ্ঠ সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জন করে।

আমরা গত ৩৮ বছর ধরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছি। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে আমরা একটি দারিদ্রমুক্ত, নারী-পুরুষের সমতার এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি। আমাদের সকল কর্মকাণ্ডের মূল অনুপ্রেরণা সেখানেই।

এম. আবদুস্ সালাম
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK), গাইবান্ধা

GUK Award 2020

বীর মুক্তিযোদ্ধা

মাহাবুব এলাহী রঞ্জু বীরপ্রতীক

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহাবুব এলাহী রঞ্জু গাইবান্ধা শহরের মুন্সিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-ফজলে এলাহী, মাতা-মেহেরুন্নেছা। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। স্ত্রী ফাতেমা জিনাত, দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে বর্তমানে ঢাকায় থাকেন।

গাইবান্ধা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং রাজশাহী কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে মাহাবুব এলাহী রঞ্জু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে ভর্তি হন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক, নবাব আব্দুল লতিফ হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এবং পরিসংখ্যান বিভাগ ছাত্র সমিতির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে অনার্সসহ মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন মাহাবুব এলাহী রঞ্জু।

একাত্তরের উত্তাল মার্চে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের ছাত্র মাহাবুব এলাহী রঞ্জু বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ক্যাম্পাস ছেড়ে নিজ শহর গাইবান্ধায় চলে আসেন। গাইবান্ধা কলেজ মাঠে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৭ এপ্রিলের পর গাইবান্ধা শহর ছাড়লেন। কালাসোনার চর, এরেন্ডাবাড়ি, কামারজানি, মোল্লারচর, নয়ারচর, কোদালকাটি ঘুরে পৌঁছে গেলেন রৌমারি। মুক্তাঞ্চলে রৌমারির মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প, কাকড়িপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিলেন তিনি। পরে ভারতের তুরায় ১১৩ জনের প্রথম ব্যাচে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মাহাবুব এলাহী রঞ্জু ফিরে আসেন যুদ্ধক্ষেত্রে। প্রথমে প্লাটুন কমান্ডার এবং পরে কোম্পানি কমান্ডারের দায়িত্ব পান তিনি। তার নামানুসারে কোম্পানিটি পরিচিতি পায় রঞ্জু কোম্পানি হিসেবে। তিনি মূল ঘাঁটি স্থাপন করেন সদর থানার মোল্লারচরে। পরে স্থানান্তরিত হয় কালাসোনার চরে মোকসেদ মেম্বরের বাড়িতে। রঞ্জু কোম্পানি দারিয়াপুর, উড়িয়া, বাদিয়াখালী, কালাসোনার চর, রসুলপুর, কেতকিরহাট, কাইয়ারহাটসহ গাইবান্ধা সদর ও ফুলছড়ি থানার বিভিন্ন স্থানে ১৫টিরও বেশি যুদ্ধে অংশ নেয়। রঞ্জু কোম্পানির বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ফজলুল করিমের নামে কালাসোনার চরের নাম হয়েছে ফজলুপুর, যা বর্তমানে একটি ইউনিয়ন। মাহাবুব এলাহী রঞ্জুর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল একাত্তরের ৭ ডিসেম্বর সকালে প্রথম গাইবান্ধা শহরে প্রবেশ করে গাইবান্ধাকে হানাদারমুক্ত ঘোষণা করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে অসম সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় খেতাব 'বীর প্রতীক' এ ভূষিত হন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহাবুব এলাহী রঞ্জু-কে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা বাংলা মায়ের এই বীর সন্তানের সুস্থ ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু কামনা করি।

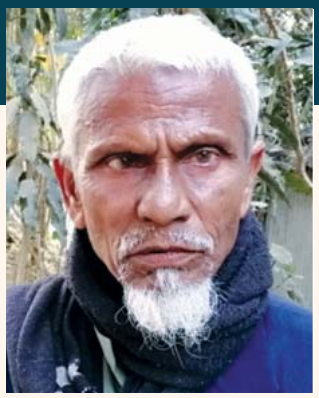

GUK Award 2020

শিক্ষানুরাগী

মো. লুৎফর রহমান

গাইবান্ধা সদর উপজেলার গিদারী ইউনিয়নের বাগুরিয়া গ্রামের লুৎফর রহমান। জন্ম ১৯৫০ সালের ৭ আগস্ট ফুলছড়ি উপজেলার উড়িয়া গ্রামে। পিতা-খইমুদ্দিন ব্যপারি, মাতা-নছিরন বেওয়া। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট তিনি। লুৎফর রহমানের স্ত্রী লতিফুল বেগম, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত বেড়ে ওঠা ফুলছড়িতেই। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে গুণভরি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কিন্তু অভাব-অনটনের কারণে কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হয়নি তার। এরপর নদীভাঙনে পরিবারের লোকজনের সাথে আশ্রয় নেন পার বাগুরিয়া গ্রামে ওয়াপদা বাঁধে। ভিন্ন কোনো বিশেষত্ব না থাকলেও 'এক টাকার মাস্টার' খ্যাত লুৎফর রহমানের বদৌলতে পুরো জেলায় পরিচিতি পেয়েছে গ্রামটি।

লুৎফর রহমানের পরিবার ও প্রতিবেশী অন্যান্য শিশুদের অভাবের কারণে বিদ্যালয়ে যেতে না পারা এবং নিজে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বঞ্চিত হওয়ার আক্ষেপ থেকেই দরিদ্র ও অসহায় ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষাধারায় সম্পৃক্ত রাখার প্রতিজ্ঞা করেন। একারণে কোথায়ও চাকুরি না করে ১৯৭২ সাল থেকে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াতে প্রথমে বিনা সম্মানীতে পড়ানো শুরু করেন। গাছতলা, আঙিনা কিংবা বাঁধের ধারে খোলা মাঠে পাঠ দিয়ে যাচ্ছেন এই শিক্ষানুরাগী লুৎফর রহমান মাস্টার। সামর্থবান অভিভাবকদের দেয়া কিছু টাকা পয়সা দিয়েই চলেছেন প্রায় দু'দশক। এরপর স্থানীয় অভিভাবকদের অনুরোধে প্রতিদিন এক টাকা করে নিয়ে পড়ানো শুরু করেন। এভাবেই পাঁচ দশকে পায়ে হেঁটে, বাইসাইকেলে আশ-পাশের কয়েক গ্রামের অন্ততপক্ষে ৫ হাজারের অধিক শিক্ষার্থীকে পাঠদানে করিয়ে শিক্ষার মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করেছেন তিনি। সকাল হলে বাড়ি থেকে বের হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছোট-ছোট দলে দরিদ্র পরিবারের সুবিধাবঞ্চিত স্কুল শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তিনি। তার হাতে গড়া শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ করে এখন দেশ-বিদেশে চাকুরি করছেন, যা তার প্রাপ্তি বলে জানান। ইতোমধ্যে তিনি স্থানীয়ভাবে কিছু সম্মাননাও পেয়েছেন-যা জীবন চলার প্রেরণাকে আরো বেশি গতিশীল করেছে। জমিজমা না থাকায় এক টাকায় সংসার জীবন কষ্টে চললেও দারিদ্রতার বৃত্ত থেকে বের হতে পারেননি লুৎফর রহমান মাস্টার। তবে যতদিন সুস্থ থাকবেন ততদিন এভাবে শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে যেতে চান তিনি।

অসাধারণ শিক্ষানুরাগী মো. লুৎফর রহমানকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা তাঁর সুস্থ ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু কামনা করি।

GUK Award 2020

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

প্রমতোষ সাহা

প্রমতোষ সাহা গাইবান্ধা শহরের মাস্টারপাড়ায় ১৯৫৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-বলাই চাঁন সাহা, মাতা-রেনুবালা সাহা। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠতম। স্ত্রী কাকলী রানী সাহা ও দুই পুত্র দীপ ও জ্যোতি।

জেলার কৃতি সাংস্কৃতিক সংগঠক প্রমতোষ সাহা তবলা বাদনে হাতেখড়ি নেন সুনির্মল বকশীর কাছে। পরবর্তীকালে রবিশংকর শুকলা, মো. ইউসুফ আলী, ওস্তাদ ইয়াসিন আলী খান ও দীপক মুখার্জীর কাছে তালিম নেন। তিনি জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষক হিসেবে তবলা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন অসংখ্য শিক্ষার্থীকে। তবলায় হাতেখড়ি দিয়েছেন অনেককে। তাঁর কৃতি শিক্ষার্থীরা হচ্ছেন– তুলসী সাহা, মাহমুদ সাগর মহব্বত, জাকির খান, উত্তম সরকার প্রমুখ। তিনি যাদুশিল্পী জুয়েল আইচের দলে দুই বছর সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী ও রংপুর কেন্দ্র, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুষ্ঠানে তবলা বাজিয়েছেন। সুযোগ পেয়েছেন অসংখ্য খ্যাতিমান ও গুণী শিল্পীর সাথে তবলা সঙ্গত করার। উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন– শৈলজানন্দ মজুমদার, ফিরোজা বেগম, মিতালী মুখার্জী, এন্ড্রু কিশোর, আঞ্জুমান্দ আরা বেগম, সনজীদা খাতুন, ফকির আলমগীর, ফিরোজ সাঁই, ফেরদৌস ওয়াহিদ, সৈয়দ আব্দুল হাদী, খুরশিদ আলম, নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী, শেফালী ঘোষ, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব, সুবীর নন্দী, আব্দুল জব্বার, রফিকুল আলম, ফাতেমা-তুজ জোহরা প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবেও প্রমতোষ সাহা দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করে সুনাম অর্জন করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চার সংগঠন সংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন ছাত্রাবস্থায়। গাইবান্ধায় ফিরে সাংস্কৃতিক সংগঠন 'সূর্যকর্ণা' প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রমতোষ সাহা বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী গাইবান্ধা জেলা সংসদের তিন মেয়াদের সভাপতি এবং জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ গাইবান্ধা জেলা শাখার সভাপতি ছিলেন। মাসিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনকারী সংগঠন 'মোহনা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রমতোষ সাহা শততম অনুষ্ঠান পর্যন্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি গাইবান্ধা জেলা শাখার পরিচালনা কমিটির সদস্য, বর্তমানে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন গাইবান্ধা জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি। প্রমতোষ সাহা জেলা শিল্পকলা একাডেমির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তৃতীয়বারের মতো দায়িত্ব পালন করছেন। গাইবান্ধার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে স্মরণীয় অবদানের জন্য প্রমতোষ সাহা জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননাসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত হয়েছেন।

কৃতি সাংস্কৃতিক সংগঠক ও গুণী শিল্পী প্রমতোষ সাহাকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা তাঁর সুস্থ ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু কামনা করি।

GUK Award 2020

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী

লাইলী বেগম

লাইলী বেগম গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের খামার বোয়ালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মো. আজিমউদ্দিন, মাতা-মোছা. আমিরন বেগম। স্বামী একই ইউনিয়নের উত্তর হরিপুর, রাধাকৃষ্ণ গ্রামের মো. আজাহার ব্যাপারি। তাঁদের ৬ ছেলে ও ১ মেয়ে। আর্থিক অনটন ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় সপ্তম শ্রেণির পর আর পড়ালেখা করতে পারেননি লাইলী বেগম।

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রামী লাইলী বেগম সংসার জীবন শুরু করেন নিদারুণ অভাব আর অর্থকষ্টের মধ্যে। সেকারণে সন্তানদেরও খুব বেশি লেখাপড়া করাতে পারেননি। দীর্ঘ ২৫ বছর গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)-তে কাজ করে সংসার প্রতিপালন করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর একাই টেনেছেন সংসারের ঘানি। কিন্তু দমে যাননি। বরং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাধা অতিক্রম করে আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বের প্রেক্ষাপটে অন্য নারীদের সংগঠিত করে বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছেন। প্রয়োজনে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে নারী উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ২৫ বছর আগে বিয়ের ১৪ বছর পর নিজের বিয়ে রেজিষ্ট্রি করেছেন। অন্য নারীদের সামনে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

লাইলী বেগমের চার ছেলে মিস্ত্রির কাজ করেন। অন্য দুই ছেলে ও এক ছেলের স্ত্রী আফ্রিকার মরিশাসে কর্মরত আছেন। লাইলী বেগমের সংসার এখন স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছে। সম্প্রতি স্ট্রোক করে লাইলী বেগম চলৎশক্তি হারিয়েছেন। কিন্তু আজও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন তিনি।

নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রণী মানুষ লাইলী বেগমকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

GUK Award 2021

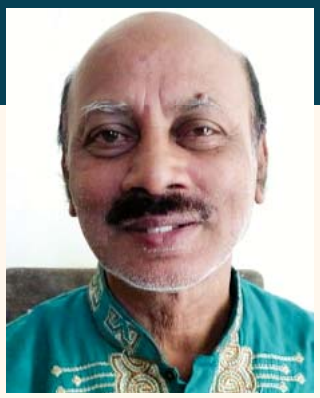

সাংবাদিক

মশিয়ার রহমান খান

মশিয়ার রহমান খান ১৯৫০ সালে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের চন্ডিপুর ইউনিয়নের উজান বোচাগাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-হেমায়েত হোসেন খান, মাতা-মজিদা খানম। ৬ ভাইয়ের মধ্যে তিনি ৫ম। স্ত্রী তাজিনা আকতার রাকা এবং এক ছেলে ডা. ইশতিয়াক খান নির্ঝর।

মশিয়ার রহমান খান গত শতকের ষাটের দশকে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। সংখ্যায় বেশি না হলেও তাঁর লেখার বৈচিত্র্য ও মান পাঠকদের বিমোহিত করেছে। তিনি স্থানীয় ও জাতীয় সংবাদপত্রে সৃজনশীল লেখালেখি করেছেন। প্রচারবিমুখ মশিয়ার রহমান 'ছন্দের আলপনা' ছড়া সংকলনের অন্যতম ছড়াকার। তিনি শিশু সংগঠন সাত ভাই চম্পা এবং গাইবান্ধা সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সংগঠক ছিলেন।

মশিয়ার রহমান খান ১৯৭২ সালে বার্তা সংস্থা বাংলাদেশ প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (বিপিআই)-এর গাইবান্ধা সংবাদদাতা হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৭৪ সালের শেষদিকে দৈনিক বাংলার বাণী-তে যোগ দেন। ১৯৭৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দীর্ঘদিন দৈনিক ইত্তেফাক-এর গাইবান্ধা সংবাদদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক গাইবান্ধা' ও 'দৈনিক সন্ধান'-এর সম্পাদক ও প্রকাশক। মশিয়ার রহমান খান ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত গাইবান্ধা প্রেসক্লাব-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পরে প্রেসক্লাবের একাংশের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

গাইবান্ধার সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র জগতে স্মরণীয় অবদানের জন্য মশিয়ার রহমান খানকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা এই গুণী মানুষের সুস্থ ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু কামনা করি।

GUK Award 2021

সাহিত্যিক

গোলাম কিবরিয়া পিনু

গোলাম কিবরিয়া পিনু ১৯৫৬ সালের ৩০ মার্চ গাইবান্ধা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মো. আব্দুল আজিজ, মাতা-মাজেদা বেগম। ৪ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠতম। স্ত্রী রানু ইসলাম, পুত্র ড. অভিনু কিবরিয়া ইসলাম ও কন্যা প্রমিতি কিবরিয়া ইসলামসহ ঢাকায় থাকেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং 'বাংলা কথাসাহিত্যঃ নির্বাচিত মুসলিম নারী লেখকদের অবদান (১৯০৫-১৯৭১)' শীর্ষক গবেষণার জন্য পিএইচডি লাভ করেন। স্কুল জীবন থেকে লেখালেখি শুরু করেন। তিনি বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য ও এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশের সদস্য। বর্তমানে প্রগতি লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি। জাতীয় কবিতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

গোলাম কিবরিয়া পিনু মূলত কবি। প্রবন্ধ, ছড়া ও অন্যান্য লেখালেখির পাশাপাশি গবেষণামূলক কাজেও যুক্ত রয়েছেন। বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ২৭টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে- কাব্য: এখন সাইরেন বাজানোর সময় (১৯৮৪), সোনামুখ স্বাধীনতা (১৯৮৯), পোট্রেট কবিতা (১৯৯১), কে কাকে পৌঁছে দেবে দিনাজপুর (১৯৯৭), আমি আমার পতাকাবাহী (২০০৯), ফসিল ফুয়েল হয়ে জ্বলি (২০১১), মুক্তিযুদ্ধের কবিতা (২০১২), ঝুলন পূর্ণিমা (২০১৪), উদরপূর্তিতে নদীও মরে যাচ্ছে (২০১৯), নির্বাচিত কবিতা (২০২১)। ছড়া: খাজনা দিলাম রক্তপাতে (১৯৮৬), মুক্তিযুদ্ধের ছড়া-কবিতা (২০১০), ছুঁ মন্তর ছুঁ (২০১৬)। প্রবন্ধ: জামাতের মসজিদ টার্গেট ও বাউরী বাতাস (১৯৯৫), দৌলতননেছা খাতুন (১৯৯৯)।

তাঁর কবিতা ইংরেজি, ফরাসি, হিন্দি ও অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হয়ে বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, কলাম জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য সাময়িকীতে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শামসুর রাহমান সম্পাদিত 'বিরহের কবিতা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৈয়দ শামসুল হক সম্পাদিত 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', আবুল হাসনাত সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধের কবিতা', কাজল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'পঞ্চাশ বছরের প্রতিবাদী কবিতা', ইউপিএল 'নির্বাচিত কবিতা', রফিকুল্লাহ খান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা (১৯৭১-২০০০)', মনজুরে মওলা সম্পাদিত 'বাংলাদেশের কবিতা (১৯৪৭-২০১৭)', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সংকলনে তার কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তিনি এম. নুরুল কাদের শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০১০, কবি বিষ্ণু দে পুরস্কার (ভারত)-২০১৬, বগুড়া লেখক চক্র সম্মাননা-২০১৬, বাংলা কবিতা উৎসব সম্মাননা কোলকাতা, হলদিয়া, ভারত ১৯৮৮, সৌহার্দ্য'৭০ সম্মাননা কোলকাতা-২০০৩, উইমেন ডেলিভার আমেরিকার ফেলোশীপ-২০১০ প্রভৃতি পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদানের জন্য গোলাম কিবরিয়া পিনুকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা এই গুণী মানুষের সৃজনশীল কর্মের বিস্তার ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু কামনা করি।

GUK Award 2021

অদম্য

মোংলা রাম রবিদাস (মঙ্গল দাস)

মোংলা রাম রবিদাস ১৯৫৫ সালের ১৫ মে ফুলছড়ি উপজেলার কালিরবাজারে (বুড়াইল) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-রতন রাম রবিদাস, মাতা-রামরতি। বর্তমান নিবাস গাইবান্ধা সদরের চকমামরোজপুরে। স্ত্রী-রাজুবালা এবং চার কন্যা লক্ষ্মী, সন্ধ্যা, সুমিতা ও প্রতিমা।

মোংলা রবিদাস পড়ালেখার সুযোগ পাননি পারিবারিক অনটনে। কম বয়সেই জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন পৈত্রিক পেশায়। আজও সেই পেশা ছাড়তে পারেননি। কিন্তু নিজের লেখাপড়া করতে না পারার আক্ষেপ মিটিয়েছেন মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে। নিজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ওদের খরচ মিটিয়েছেন। সামাজিক ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে চার মেয়েকেই শিক্ষিত করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর অদম্য প্রয়াস কিছুতেই থামেনি। বড় মেয়ে লক্ষ্মী রবিদাস স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে উচ্চ শিক্ষিত জীবনসঙ্গীর সাথে যুক্তরাজ্য প্রবাসী। দুজনই লন্ডনের দ্য রয়্যাল হাসপাতালে কর্মরত। দ্বিতীয় মেয়ে সন্ধ্যা রবিদাস ইলেট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিঙ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক পাশ করে বেসরকারি সংস্থা 'স্পেস ফাউন্ডেশনে' প্রোগ্রাম অফিসার। তৃতীয় সুমিতা রবিদাস উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বাংলাদেশ কমিউনিটি রেডিও অ্যাসোসিয়েশন (বিসিআরএ)-এ কর্মসূচি সমন্বয়কারী এবং এলায়েন্স ফর কোঅপারেশন এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এ কর্মসূচি অফিসার পদে কর্মরত। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ইয়ুথ লিডার হিসেবে ২০১৭ সালে বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্ত সুমিতা। ছোট মেয়ে প্রতিমা রবিদাস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

মোংলা রবিদাস গাইবান্ধা শহরের সকলের কাছে খুব প্রিয় মানুষ। জুতা-স্যান্ডেলের কাজের পাশাপাশি ব্যাগ-বেল্টসহ অনেক জটিল কাজেও তার সৃজনশীল কৌশলের তুলনা নেই। তিনি একসময় তাঁর মেধা প্রয়োগ করে দুটি কাঠের প্রেস বানিয়েছিলেন। তিনি মূল কাজের পাশাপাশি একসময় প্রেসে মেশিনম্যানের কাজ করতেন। একাত্তরের মার্চে গাইবান্ধায় 'স্বাধীন বাংলার পতাকা' প্রথম ছাপার কাজটি অন্যদের সাথে করেছিলেন তিনি।

শত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করা অদম্য মোংলা রাম রবিদাসকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা তাঁর সুস্থ ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা করছি।

GUK Award 2021

উদ্যোক্তা

রেজবিন বেগম

রেজবিন বেগম গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার কাতলামারীর খাঁপাড়া গ্রামে ১৯৮২ সালের ৯ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-জুলফিকার খান, মাতা-মমতাজ বেগম। দুই ভাই ও এক বোনের তিনি দ্বিতীয়। স্বামী-প্রকৌশলী হাফিজুর রহমান, ১ ছেলে ও ১ মেয়েসহ বর্তমানে ঢাকায় থাকেন। রেজবিন গাইবান্ধা সরকারি কলেজ থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে ২০০২ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং ২০০৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ২০১১ সালে স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ এবং ২০১৯ সালে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেদার ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং-এর উপর পোস্টগ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন।

রেজবিন ১ জুলাই ২০০৭ থেকে জানুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরায় শিক্ষকতা করেন। তিনি এসএমই ফাউন্ডেশন, স্কিটি, বিএসসিআইসি, আইএলও, বিআইডিএ প্রজেক্ট গাইবান্ধায় রিসোর্স পার্সন ও প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ইতোমধ্যে ই-কমার্স, এফ-কমার্স, রপ্তানি বাজারজাতকরণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, গ্রীণ ইত্তর বিজনেস আইডিয়া (জিওয়াইবি) বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কোর্স সম্পন্ন করেছেন।

জীবনবন্ধু প্রকৌশলী হাফিজুর রহমানের অনুপ্রেরণায় একজন উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম শুরু করেন রেজবিন। চামড়াজাত সামগ্রী তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে ঢাকায় ধামরাই কালামপুর বিসিক শিল্পনগরীতে গড়ে তোলেন 'পিপল্‌স লেদার ইন্ডাষ্ট্রিজ'। ভ্যানিটি ব্যাগ, বেল্টসহ নানা পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শুরু করেন। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে উৎপাদিত পণ্যের মান নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নিজ জেলা গাইবান্ধার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিসিক শিল্পনগরী, গাইবান্ধায় প্রতিষ্ঠা করছেন 'পিপল্‌স ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুড্‌স' নামের শিল্পপ্রতিষ্ঠান। চামড়াজাত শিল্পের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে ঢাকার উত্তরায় প্রতিষ্ঠিত পিপল্‌স লেদার ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালক তিনি। রেজবিন এসএমই ফাউন্ডেশনের জেনারেল বোর্ড মেম্বর, বিসিক উদ্যোক্তা ফেরামের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বিসিক এসইআরডি-ব্লিউটিআইসি ট্রাস্টের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

রেজবিন জাতীয় এসএমই বিজনেস ফোরাম এওয়ার্ড-২০২০ লাভ করেন। তিনি চীনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ২০১৯, গুজরাট মেগা ট্রেড ফেয়ার, ২০১৯, সুরাজকুন্ড আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ২০২০-এ অংশ নেন। তিনি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা-২০২০ এ সেরা নারী উদ্যোক্তা এবং ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা-২০২২ এ দ্বিতীয় সেরা নারী উদ্যোক্তার গৌরব অর্জন করেন।

অনন্য উদ্যোক্তা রেজবিন বেগমকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা তাঁর উদ্যোগের প্রসার এবং আনন্দময় দীর্ঘায়ু কামনা করি।

GUK Award 2022

সেবামূলক সংগঠন

সন্ধানী ডোনার ক্লাব, গাইবান্ধা

১৯৮৯ সালের প্রথম দিকে গাইবান্ধা আধুনিক হাসপাতালের সার্জারি কনসালটেন্ট ডা. এস.এ খানের অনুপ্রেরণায় সন্ধানী রংপুর মেডিকেল কলেজ ইউনিটের সহযোগিতায় সন্ধানী ডোনার ক্লাব, গাইবান্ধা আত্মপ্রকাশ করে। তবে নানা সমস্যায় সেটিতে স্থবিরতা দেখা দেয়। ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর সিভিল সার্জন ডা. এ.কে.এম শামছুদ্দিনকে সভাপতি এবং রাহেদুল ইসলাম চঞ্চলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংগঠনটি সক্রিয় ধারায় ফিরে আসে। ১৯৯১ সালের ৪ ডিসেম্বর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সন্ধানী ব্লাড ব্যাংক, গাইবান্ধা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সন্ধানী বিভিন্ন সেবামূলক কাজের মাধ্যমে আর্তমানবতার কল্যাণের মানসিকতা গড়ে তোলে সবার মধ্যে। সংগঠনের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে–

১. জনগণকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে উৎসাহ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ;
২. মরণোত্তর চক্ষুদানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা;
৩. জেলা হাসপাতালের গরীব ও অসহায় রোগীদের আর্থিক এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্ত, ঔষধ, পথ্য ইত্যাদি সহায়তা প্রদান;
৪. অস্বচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
৫. বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ধারণের পরীক্ষা করা এবং রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করা;
৬. বিভিন্ন দিবসে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা;
৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, শীতার্তদের শীতবস্ত্র প্রদান, বন্যার্তদের ত্রাণ সহায়তা প্রদানসহ নানামুখী সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।

গাইবান্ধা জেলায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ব্লাড ব্যাংক না থাকায় একমাত্র সন্ধানী ডোনার ক্লাব, গাইবান্ধা গত ৩২ বছর ধরে গাইবান্ধার মানুষের চিকিৎসাকালীন রক্তের চাহিদা পূরণ করে আসছে। এ পর্যন্ত সংগঠনটি স্বেচ্ছায় রক্তদান অনুষ্ঠান করেছে ১,১২০টি, উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান করেছে ১,৩৩০টি, সর্বমোট ৩৯ হাজার ২৫৫ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করে ৩৮ হাজার ৯৪৫ জন রোগীকে সহায়তা করতে পেরেছে।

সন্ধানী ডোনার ক্লাব গাইবান্ধাকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা এই সংগঠনের ব্যাপ্তি, দীর্ঘ ও সাবলীল পথচলা প্রত্যাশা করি।

GUK Award 2022

শিল্পী

তৈয়বা বেগম লিপি

তৈয়বা বেগম লিপি ১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি গাইবান্ধা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-তসলিম উদ্দিন সরকার, মাতা-সালেহা খাতুন। সাত ভাই পাঁচ বোনের মধ্যে তিনি ১১তম। শিল্পী মাহবুবুর রহমান তাঁর জীবনবান্ধব।

তৈয়বা বেগম লিপি ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউট থেকে প্রথম শ্রেণিতে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান 'বৃত্ত আর্ট ট্রাস্ট'-র অন্যতম ট্রাস্টি। অনেক মাধ্যমকে একত্র করে বাংলাদেশে ক্রস মিডিয়া চর্চার অন্যতম পথিকৃৎও তিনি। তবে ড্রয়িং, পেইন্টিং, ইলাস্ট্রেশন এবং ভিডিও আর্ট নির্মাণের প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশি। এসব শিল্পমাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তোলেন জেন্ডার-প্রশ্ন, নারীবাদ, নারীত্ব বিষয়ক নানা দিক।

ইস্তাম্বুল, লন্ডন, ঢাকা, নিউইয়র্ক সিটি, হংকং এবং দিল্লীতে তৈয়বার বেশ কয়েকটি একক প্রদর্শনী হয়েছে। শিল্পী মাহবুবুর রহমানের সাথে তাঁর যুগল চিত্রপ্রদর্শনী হয় ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এলি এন্ড এডিথ ব্রড আর্ট জাদুঘরে 'আর্টিস্ট এন্ড অ্যাক্টিভিস্ট' এবং ২০১৮ সালে সাংহাই-এর মডার্ন আর্ট জাদুঘরে 'ফেসেস অফ ইনটিমেট স্ট্রেঞ্জারস' শিরোনামে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ইতালির ভেনিসে ২০১১ সালের দ্বিবার্ষিক আর্ট বিয়েনাল, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা দ্বিবার্ষিক আর্ট বিয়েনাল, ২০১২ সালে শ্রীলংকার কলম্বো আর্ট বিয়েনাল, ঢাকা আর্ট সামিট, ভেনিস বিয়েনাল-২০১৫ প্রভৃতি। তৈয়বার 'নো কান্ট্রি' যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের নানা দেশে প্রদর্শিত হয়েছে। তাঁর ভিডিও আর্ট চীনের 'নিউসিল্ক রোড মিউজিয়াম অব কন্টেম্পরারি আর্ট'-এ প্রদর্শিত হয়। ব্রাজিলের সাও পাওলো এবং বেল হরিজন্তে শহরে ১৪টি দেশের ১৪ জন শিল্পীর অংশগ্রহণে বিশেষ প্রদর্শনীতে তাঁর 'সাইকেল' শিরোনামের শিল্পকর্ম প্রশংসিত হয়।

তৈয়বা ইতালির 'সিভিতেলা রেনিয়েরি' ভারতের 'আর্টথিংক সাউথ এশিয়া, হংকং-এর এশিয়া সোসাইটি, শিল্পী আমিনুল ইসলাম ট্রাস্ট, বাংলাদেশ, আইরিশ মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ফেলোশিপ লাভ করেন। তিনি অনেক আন্তর্জাতিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

তৈয়বা বেগম লিপি ২০০৪ সালে এশিয়ান আর্ট বিয়েনাল, বাংলাদেশ গ্রান্ড প্রাইজ, ২০১৪ সালে অনন্যা বর্ষসেরা দশ নারী, ওমেন ইন লিডারশিপের 'ইনস্পিরিং ফিমেল ইন প্রমোটিং আর্ট এবং ২০১৭ সালে বাংলাদেশে স্পেন দূতাবাসের '১০ কুইজোটাস অফ বাংলাদেশ' সম্মাননা লাভ করেন।

চিত্রকলার গুণী শিল্পী তৈয়বা বেগম লিপিকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা শিল্পীর সুস্থতা এবং তাঁর সৃজনশীল কর্মের অব্যাহত বিস্তার প্রত্যাশা করি।

GUK Award 2022

ক্রীড়াবিদ

মাহমুদা শরিফা অদিতি

মাহমুদা শরিফা অদিতি গাইবান্ধা শহরের পলাশপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-হাসান আলী সরকার, মাতা-এলিজা বেগম। ৪ বোন ও ১ ভাইয়ের মধ্যে অদিতি চতুর্থ। এশিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরে শারীরিক শিক্ষায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

ছোটবেলা থেকেই মাহমুদা শরিফা খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট হন। নানা ধরনের খেলার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বাড়িতে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু দমে যাননি তিনি। ফুটবল, ক্রিকেট, হ্যান্ডবল, ভলিবল, অ্যাথলেটিক সব খেলাতেই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। স্কুল থেকে জেলা দলেও নেতৃত্ব দিয়ে অনেক বিজয় ছিনিয়ে এসেছেন। কিন্তু বিধিবাম। হঠাৎ করেই বাবার মৃত্যু তাদের পরিবারকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। আর্থিক সংকটে পড়ে পরিবার। তাদের দুই বোনের পড়ালেখা বন্ধের উপক্রম হয়। পথ খুঁজতে থাকেন পরিত্রাণের। বাবার দেয়া অলংকার বিক্রি করে ঢাকায় গিয়ে পার্লারের কাজ শেখেন। গাইবান্ধায় ফিরে নিজেদের বাড়িতে ২০০০ সালে গড়ে তোলেন 'নবরূপা বিউটি পার্লার'। সেই যে ঘুরে দাঁড়ানো, আর পিছু তাকাননি। নিজের পড়ালেখা শেষ করেছেন, ছোট বোনকে বিএ পাশ করিয়ে পার্লারের দায়িত্ব দিয়েছেন। নিজে ঢাকা এসে আবার জীবনযুদ্ধে লড়াই করেছেন। বর্তমানে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক। পাশাপাশি বসুন্ধরা নারী ফুটবল দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জীবনযুদ্ধে একাই লড়ে গেছেন তিনি। তাঁর মতে প্রত্যেক নারীকে প্রস্তুত হতে হবে শুধুমাত্র নারী হিসেবে নয়, পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে। নিজের কাজের মাধ্যমেই তাকে যোগ্যতা প্রমাণ করে টিকে থাকতে হবে।

ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য জীবন সংগ্রামী মাহমুদা শরিফা অদিতিকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা এই কৃতি মানুষের সুস্থ ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু কামনা করি।

GUK Award 2022

অদম্য

চন্দ্রশেখর চৌহান

চন্দ্রশেখর চৌহানের জন্ম ১৯৯৪ সালের ৩১ জুলাই গাইবান্ধা শহরের পশ্চিমপাড়ায়। পিতা-মানিক চৌহান, মাতা-মিনা চৌহান। দুই ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রশেখর। ছোট ভাই সৌরভ চৌহান বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী।

চন্দ্রশেখর গাইবান্ধা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও গাইবান্ধা সরকারি কলেজ থেকে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচ-এসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। পরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করে মাস্টার অব সায়েন্স এবং প্রথম শ্রেণিতে সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন ডিগ্রি অর্জন করেন। বঙ্গবন্ধু ফেলোশীপ-২০২২ এ তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। চন্দ্রশেখর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিভিএম অনুষদের ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

চন্দ্রশেখরের এই অসাধারণ অর্জন কখনই সহজ ছিল না। সহায়-সম্পদহীন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ছোটবেলা থেকেই তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাবা রাস্তার পাশে একটা ছোট দোকানে সিঙ্গারা, পেঁয়াজি, আলুর চপ বানিয়ে বিক্রি করতেন। আর বাড়িতে মা কাগজের টোঙ্গা বানানোর পাশাপাশি দোকানের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করে দিতেন। পড়ালেখার ফাঁকে দুই ভাই বাবা মায়ের কাজে সহায়তা করতো। কিন্তু এইচএসসি পাশের পর ব্যয়ের কথা চিন্তা করে চন্দ্রশেখরের উচ্চতর পড়াশুনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এসময় এগিয়ে আসে প্রথম আলো ট্রাস্ট। শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য সহায়তা প্রদান করে। চন্দ্রশেখর বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকমন্ডলীর সহায়তা এবং প্রথম আলো ট্রাস্টের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। এসব সহযোগিতার পাশাপাশি বাবা-মায়ের কষ্টের কথা মনে রেখেই চন্দ্রশেখর নিরলসভাবে মেধা খাটিয়ে পড়ালেখা করেছেন, আলোর সন্ধানে ছুটেছেন। অদম্য প্রচেষ্টায় জয়ী হয়েছেন জীবন সংগ্রামে।

অদম্য চন্দ্রশেখর চৌহানকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা তাঁর সুস্থতা এবং ধারাবাহিক সাফল্য প্রত্যাশা করি।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ০১ জানুয়ারি ২০১৮ গাইবান্ধায় সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে দিনব্যাপি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস্ সালামের সভাপতিত্বে এসব কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটছেন জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি। এসময় গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক গৌতম চন্দ্র পাল, পুলিশ সুপার মাশরুকুর রহমান খালেদ, অতিরিক্ত সচিব কফিল উদ্দিন, সিভিল সার্জন আবদুর শাকুর, উপ-সচিব আসিব আহসানসহ বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন। ০১ জানুয়ারি ২০১৮।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ০১ জানুয়ারি ২০১৮ দিনব্যাপি নানা কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, স্মৃতিচারণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র, পিঠা উৎসব ও জিইউকে এ্যাওয়ার্ড প্রদান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চিকিৎসা সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য নুরুল ইসলাম সরকারকে জিইউকে এ্যাওয়ার্ড ২০১৭ ও এককালীন ১৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য অধ্যাপক মাজহার উল মান্নানকে জিইউকে এ্যাওয়ার্ড ২০১৭ ও এককালীন ১৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য জহুরুল কাইয়ুমকে জিইউকে এ্যাওয়ার্ড ২০১৭ ও এককালীন ১৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।

২০২০ সালে প্রতিষ্ঠার ৩৬ বছরের যাত্রা শুরু করে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)। ০১ জানুয়ারি ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়। এ উপলক্ষে শিক্ষা, সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও জীববৈচিত্র রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য গাইবান্ধার ছয় গুণীজনকে ২০১৮ ও ২০১৯ সালের 'জিইউকে এ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য অধ্যাপক ফিরোজা বেগমকে জিইউকে এ্যাওয়ার্ড ২০১৮ ও এককালীন ১৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।

গাইবান্ধার নশরৎপুরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) কার্যালয়ে ০১ জানুয়ারি ২০২০ সন্ধ্যায় সংস্থার ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে গোবিন্দলাল দাসকে সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য জিইউকে এ্যাওয়ার্ড ২০১৮ দেয়া হয়।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য আবু জাফর সাবুকে জিইউকে এ্যাওয়ার্ড ২০১৮ ও এককালীন ১৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কবি সরোজ দেবকে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য জিইউকে এ্যাওয়ার্ড ২০১৯ ও এককালীন ১৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।

গাইবান্ধার নশরৎপুরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) কার্যালয়ে ০১ জানুয়ারি ২০২০ সন্ধ্যায় সংস্থার ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে মশিউর রহমানকে সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য জিইউকে এ্যাওয়ার্ড ২০১৯ দেয়া হয়।

গাইবান্ধার নশরৎপুরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) কার্যালয়ে ০১ জানুয়ারি ২০২০ সন্ধ্যায় সংস্থার ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আহম্মদ উল্লাহকে সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য জিইউকে এ্যাওয়ার্ড ২০১৯ দেয়া হয়।

০১ জানুয়ারি ২০২০ ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষেআয়োজিত অনুষ্ঠানে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক মো. আবদুল মতিন, পৌর মেয়র অ্যাড. শাহ মাসুদ জাহাঙ্গীর কবীর মিলন, সিভিল সার্জন ডা. এবিএম আবু হানিফসহ বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

লাইসেন্স নং-০১/২০১৯-২০২০

GUK মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

নতুন জীবন

“আপনার প্রিয়জনদের কেউ কি মাদকাসক্ত? আসক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করা সম্ভব!”

সুবিধাসমূহ

- মনোরম পরিবেশে আবাসিক ব্যবস্থা;
- বিনোদন, ব্যায়াম ও খেলাধুলার ব্যবস্থা;
- বিশেষজ্ঞ পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন;
- আবাসিক ডাক্তার, কাউন্সিলর ও ফিজিওথেরাপিস্ট দ্বারা সার্বক্ষনিক পরিচর্যা;
- সাশ্রয়ী ব্যয়ে ৩ থেকে ৬ মাসের পরিপূর্ণ চিকিৎসার ব্যবস্থা;
- যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন;
- চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে ২ বছর পর্যন্ত ফলোআপ।

চিকিৎসা পদ্ধতি

- অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ঔষধ চিকিৎসার মাধ্যমে নির্বীষকরণ;
- অভিজ্ঞ কাউন্সিলর দ্বারা ফিজিও,সাইকো ও সোস্যাল থেরাপি প্রদান;
- দ্বাদশ ধাপ পদ্ধতি (NA);
- অকুপেশনাল, গ্রুপ ও কমিউনিটি থেরাপি প্রদান;
- রিক্রিয়েশনাল ও রিলেক্সেশন থেরাপি প্রদান;
- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাউন্সিলিং প্রদান;
- পরিজ্ঞান আচরণগত ও প্রেষণা বর্ধক থেরাপি;
- বিহেভিয়ার চেঞ্জ কমিউনিকেশন (বিসিসি);
- আধ্যাতিকতার চর্চা, আসক্তি বিষয়ক ক্লাসসমূহ;
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

+৮৮ ০১৭১৩ ৪৮৪ ৬১১, +৮৮ ০১৭১৩ ৪৮৪ ৬৭৯ info@gukbd.net

ভিএইড রোড, কালিবাড়ি পাড়া, গাইবান্ধা।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)-এর একটি সামাজিক উদ্যোগ

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

GUKIET
GUK Institute of
Engineering & Technology

GUK ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি

(গণ উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
প্রতিষ্ঠান কোডঃ ১৮১৪৫

চূড়ান্ত বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলে গাইবান্ধায় আমরাই প্রথম

ফ্রি কম্পিউটার কোর্স ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সসমূহ (চার বছর মেয়াদী)

■ সিভিল ■ ইলেকট্রিক্যাল

জিইউকেআইইটি-এর বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ সুবিধাসমূহ:

১. বৃহৎ পরিসরে সুবিস্তৃত নিজস্ব ক্যাম্পাস;
২. ছাত্র-ছাত্রীদের কোলাহলমুক্ত ও মনোরম পরিবেশে আবাসিক সুবিধা;
৩. রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত নিরাপদ এবং মানসম্মত পঠন-পাঠন পরিবেশ;
৪. আধুনিক নেটওয়ার্কিং সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব ও ওয়ার্কশপ;
৫. অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী ও প্রশিক্ষক দ্বারা পাঠদান;
৬. সর্বোচ্চ ব্যবহারিক ক্লাস নিশ্চিত করা;
৭. বৃহৎ ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি;
৮. অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভা;
৯. বিনোদন ও ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা;
১০. অধ্যয়নকালীন পারটাইম অর্থ উপার্জনের সুযোগ;
১১. ক্যাম্পাসে ফ্রি ওয়াই-ফাই সাপোর্টস;
১২. আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সুযোগ;
১৩. দেশ-বিদেশে শিক্ষা সফর।

এছাড়াও ছয় মাসমেয়াদী জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা) প্রশিক্ষণ

- কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন;
- ডাটাবেইজ সিস্টেম;
- গ্রাফিক্স ডিজাইন;
- সুইং মেশিন অপারেশন;
- ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স;
- মোবাইল ফোন সার্ভিসিং;

কোর্স সমাপ্তকারীদের কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে সহায়তা।

ফ্রি ইংলিশ স্পিকিং কোর্স

গাইবান্ধা শহরে নিজস্ব ক্যাম্পাসে পাঠদান ও ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পৃথক আবাসিক সুবিধা রয়েছে।

পুলিশ লাইনস্ রোড, নশরৎপুর, গাইবান্ধা-৫৭০০
ফ্যাক্সঃ +৮৮ ০৫৪১-৫২২৬৬, মোবাইলঃ +৮৮ ০১৭১৩৪৮৪৬০৮, ইমেইলঃ gukiet@gmail.com

GUK HOSPITAL

A Gana Unnayan Kendra Initiative

উন্নত চিকিৎসা
এখন নিজ শহরে

আমাদের সেবাসমূহ

- নরমাল ডেলিভারি;
- সিজারিয়ান ডেলিভারি;
- জেনারেল সার্জারী;
- নাক, কান ও গলা রোগের চিকিৎসা/অপারেশন;
- Digital X-ray Fujifilm;
- Digital Ultrasound-4D;
- Digital Echo-Cardiogram;
- Physiotherapy & Rehabilitation Center;
- আধুনিক প্যাথলজি সেবা;
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক অপারেশন থিয়েটার;
- আধুনিক ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস;
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়ার্ড এবং কেবিনের ব্যবস্থা;
- হোম স্যাম্পল কালেকশন সার্ভিস;
- অভিজ্ঞ সার্জন কর্তৃক সকল ধরনের অপারেশনের ব্যবস্থা;
- দেশে এবং বিদেশে চিকিৎসকদের সাথে চাহিদা অনুযায়ী Tele Medicine'র ব্যবস্থা।

মাষ্টারপাড়া, গাইবান্ধা।

০১৭১৩৪৮৪৬০৯, ০১৭১৩৪৮৪৬৪৫
০২৫৮৯৯৮০১৭৬